যুগান্তর – May 4, 2014

http://www.ejugantor.com/share.php?q=2014%2F05%2F04%2F2%2Fdetails%2F2_r2_c4.jpg&d=2014%2F05%2F04%2F

যুগান্তর

আইইবির জাতীয় কনভেনশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসি প্রফেসর ইমেরিটাস আবদুল মতিনকে আইইবি স্বর্ণপদক পরিয়ে দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

প্রথম আলো – May 4, 2014

http://www.prothom-alo.com/bangladesh/article/207136/%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B6%E0%A6%BF_%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%E0%A6%95%E0%A6%A6%E0%A7%87%E0%A6%B0_%E0%A6%93%E0%A6%AA%E0%A6%B0_%E0%A6%A8%E0%A6%BF%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%AD%E0%A6%B0%E0%A6%A4%E0%A6%BE_%E0%A6%95%E0%A6%AE%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%8B%E0%A6%B0_%E0%A6%86%E0%A6%B9%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%A8

বিদেশি পরামর্শকদের ওপর নির্ভরতা কমানোর আহ্বান হাসিনার

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বড় কোনো প্রকল্প গ্রহণ, প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিদেশি পরামর্শকদের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি স্থানীয় প্রকৌশলীদের সমর্থন চেয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি সরকারের নেওয়া পাবলিক প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশকে (আইইবি) নিজস্ব সদস্য দ্বারা কয়েকটি পরামর্শক দল গঠনের পরামর্শ দেন। প্রধানমন্ত্রী আজ শনিবার আইইবি প্রাঙ্গণে আইইবির ৫৫তম কনভেনশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ আহ্বান জানান। খবর বাসসের।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, ‘আমাদের অনেক মেধাবী ও যোগ্য জনশক্তি থাকা সত্ত্বেও বিদেশি পরামর্শকেরা উন্নয়ন প্রকল্পগুলো থেকে বড় অঙ্কের অর্থ নিয়ে যাচ্ছে।’ এখন থেকে পাবলিক প্রকল্পগুলোতে যেন স্থানীয় পরামর্শকেরা অগ্রাধিকার পান, সেটি নিশ্চিত করার ব্যাপারে তিনি প্রকৌশলীদের সর্বাত্মক সহযোগিতা চান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘বিদেশি পরামর্শক নিয়োগ দিয়ে আমাদের সরকার আর জনগণের অর্থের অপব্যবহার করতে চায় না। এ জন্য কেবল প্রয়োজন দেশীয় প্রকৌশলীদের আত্মবিশ্বাস ও নৈতিকতা।’ অনুষ্ঠানে আইইবির সভাপতি অধ্যাপক শামীমুজ্জামান বসুনিয়া ও সাধারণ সম্পাদক মিয়া মো. কাইয়ুম এবং আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের সভাপতি মহসীন আলী ও সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম শরীফ বক্তব্য দেন।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সাবেক উপাচার্য ইমেরিটাস অধ্যাপক আবদুল মতিন পাটোয়ারীকে তাঁর কর্মময় জীবনে অসামান্য অবদানের জন্য আইইবি স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে এ পদক পরিয়ে দেন।

ইত্তেফাক – May 4, 2014

http://www.ittefaq.com.bd/index.php?ref=MjBfMDVfMDRfMTRfMV8yXzFfMTI3ODQ4

পদ্মা সেতু নিয়ে দেশে বিদেশে রাজনীতি হয়েছে :প্রধানমন্ত্রী

বিশেষ প্রতিনিধি γ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বড় কোন প্রকল্প গ্রহণ, প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিদেশি পরামর্শকের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, পদ্মা সেতু প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে বিশ্ব ব্যাংকের সরে যাওয়াটি ছিল একটি 'রাজনৈতিক খেলা'। এ প্রকল্প নিয়ে দেশি-বিদেশি অনেক রাজনীতি হয়েছে। তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এটি আমরা নিজেরাই করবো এবং ইনশাল্লাহ তা পারবো। তিনি বলেন, কথায় কথায় আর পরমুখাপেক্ষিতা নয়। আমরা নিজেরাই নিজেদের কাজ করতে চাই।

গতকাল শনিবার রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন (আইইবি) মিলনায়তনে আইইবি'র ৫৫তম কনভেনশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী এ কথা বলেন। শেখ হাসিনা সরকারের নেয়া পাবলিক প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-কে নিজস্ব সদস্য দ্বারা কয়েকটি পরামর্শক টিম গঠনের পরামর্শ দিয়ে বলেন, আমাদের অনেক মেধাবী ও যোগ্য জনশক্তি থাকা সত্ত্বেও বিদেশি পরামর্শকরা উন্নয়ন প্রকল্পগুলো থেকে বড় অঙ্কের অর্থ নিয়ে যাচ্ছে। এখন থেকে পাবলিক প্রকল্পগুলোতে যেন স্থানীয় পরার্মশকরা অগ্রাধিকার পায় সে ব্যাপারে তিনি সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করে বলেন, বিদেশি পরার্মশক নিয়োগ দিয়ে আমাদের সরকার আর জনগণের অর্থের অপব্যবহার করতে চায় না। আর এ জন্য কেবল প্রয়োজন দেশিয় প্রকৌশলীদের আত্মবিশ্বাস ও নৈতিকতা। কারণ এ দেশের মাটি ও পানির সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক রয়েছে, বিদেশিদের নেই। কোন প্রকল্প বাস্তবায়নে আপনার চেয়ে বিদেশিরা ভাল পরামর্শ দিতে পারবে না। সর্বশেষ একনেক বৈঠকে বিদেশি

পরামর্শকের পাশাপাশি দেশিয় পরামর্শক নেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলেও উপস্থিত প্রকৌশলীদের জানান তিনি। শেখ হাসিনা বলেন, বিদেশি কনসালটেন্টরা এসে কাগজপত্র ঘেঁটে চলে যাবেন। এর চেয়ে দেশি পরামর্শক নিয়োগ করলে অর্থের সাশ্রয় হয়।

বনানী ও মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারসহ রাজধানীর একাধিক ফ্লাইওভার ও হাতিরঝিল প্রকল্প বাস্তবায়নে দেশিয় প্রকৌশলীদের অবদানের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এসব প্রকল্পে বিদেশিদের সাহায্য লাগেনি। কিন্তু কাজ হয়েছে বিশ্বমানের।

প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যের শুরুতেই প্রকৌশলী এম এ জব্বার, এম এ রশীদ, এফ আর খান, জহুরুল ইসলামের অবদান স্মরণ করেন। দেশের উন্নয়ন এবং উত্পাদন কার্যক্রমে প্রকৌশলীদের ভূমিকার গুরুত্বের কথাও তুলে ধরে তিনি বলেন, আপনাদের কর্মদক্ষতা এবং আন্তরিকতার ওপর নির্ভর করে দেশ দ্রুত উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে।

প্রধানমন্ত্রী তার সরকারের সফলতা তুলে ধরে বলেন, বিদ্যুত্ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে রাশিয়ান ফেডারেশনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুত্ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। মংলা ও কক্সবাজারে আরো তিনটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুত্ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। বড় পুকুরিয়া বিদ্যুত্ কেন্দ্রের তৃতীয় ফেইজের কাজ শুরু হয়েছে। ২০০৯ সালে বিদ্যুতের উত্পাদন ছিল ৩২০০ মেগাওয়াট। আর এখন বিদ্যুত্ উত্পাদনের সক্ষমতা ১১ হাজার ৭০০ মেগাওয়াট ছাড়িয়ে গেছে। গত ৩০ মার্চ রেকর্ড ৭ হাজার ৫৫৬ মেগাওয়াট বিদ্যুত্ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার সরকার বঙ্গোপসাগরে নতুন কূপ খননের কাজ শুরু করেছে। সেখানে গ্যাস ও তেল পাওয়া যাবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি বলেন, দেশের উন্নয়নের জন্য পটুয়াখালীতে 'পায়রা' নামক তৃতীয় সমুদ্র বন্দর চালু করেছে। সেখানে ১৩২০ মেগাওয়াটের বিদ্যুত্ কেন্দ্রও স্থাপন করা হবে।

সোলার বিদ্যুতের কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, যেখানে বিদ্যুত্ নেই, সেখানে তার সরকার সোলার বিদ্যুত্ চালুর উদ্যোগ নিয়েছে। এ ক্ষেত্রে প্রকৌশলীদের সহযোগিতা প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রকৌশলীদের দাবি-দাওয়া প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৯৬ সালে তার সরকার প্রকৌশলীদের এই ইনস্টিটিউশনের জন্য ১০ বিঘা জমি দেয়। তিনি বলেন, আইইবি ভবন শুরুর প্রথম পর্যায়ে ৫ কোটি টাকা এবং গত মেয়াদে (২০০৯-২০১৩) ২য় পর্যায়ে ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের জন্য প্রায় ২৩ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে। শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার মেঘনা-গোমতি সেতুর পশ্চিম পাশে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজের জন্য ৭২ বিঘা জমি নামমাত্র মূল্যে

দিয়েছে। ২য় পর্যায়ের নির্মাণ কাজের জন্য গত মেয়াদে প্রায় ২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আইইবি প্রাঙ্গণে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিফলক নির্মাণের জন্য এলজিইডির মাধ্যমে ৩ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। পূর্বাচলে আইইবি'র জন্য ২ বিঘা জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এছাড়া আইইবি খুলনা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রের জন্য জমি বরাদ্দ প্রদান দেয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তত্কালীন বিআইটিগুলোর জন্য তার সরকার ৪৭০ কোটি টাকা প্রদান করে, যেগুলো পরবর্তীতে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। তার সরকার ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। গত মেয়াদে ৭টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ২০২১ সালের মধ্যে আমরা মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ-এর সভাপতি শামীমুজ্জামান বসুনিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোহাম্মদ কাইয়ুম, ঢাকা কেন্দ্রের সভাপতি মোহসীন আলী ও সাধারণ সম্পাদক এ কে এম শরীফুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বুয়েটের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর এমিরিটাস আবদুল মতিন পাটোয়ারীকে তার কর্মময় জীবনে অসামান্য অবদানের জন্য আইইবি স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে এ পদক পরিয়ে দেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী ৫০ জন ইঞ্জিনিয়ারের হাতে এ্যাসোসিয়েশন মেম্বার ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স (এএমআইই) ডিগ্রী পদক ও ৪২ জনের হাতে পেশাদার প্রকৌশলীর প্রিঞ্জ পদক প্রদানের ঘোষণা দেন।

সমকাল– May 4, 2014
http://www.samakal.net/2014/05/03/56729

পরার্মশকদের ওপর নির্ভরতা কমানোর আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

অনলাইন ডেস্ক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বড় কোনো প্রকল্প গ্রহণ, প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিদেশি পরামর্শকের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনতে স্থানীয় প্রকৌশলীদের সমর্থন চেয়েছেন।

সরকারি বার্তাসংস্থা- বাসস জানায়, এ প্রসঙ্গে তিনি সরকারের নেয়া পাবলিক প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-কে নিজস্ব সদস্য দ্বারা কয়েকটি পরামর্শক টিম গঠনের পরামর্শ দেন।

প্রধানমন্ত্রী শনিবার ঢাকায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ (আইইবি) প্রাঙ্গণে আইইবির ৫৫তম কনভেনশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, "আমাদের অনেক মেধাবী ও যোগ্য জনশক্তি থাকা সত্বেও বিদেশী পরামর্শকরা উন্নয়ন প্রকল্পগুলো থেকে বড় অংকের অর্থ নিয়ে যাচ্ছে।"

এখন থেকে পাবলিক প্রকল্পগুলোতে যেন স্থানীয় পরার্মশকরা অগ্রাধিকার পায় উল্লেখ করে তিনি বলেন, "এ বিষয়ে আমি আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা চাই।"

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "বিদেশি পরার্মশক নিয়োগ দিয়ে আমাদের সরকার আর জনগণের অর্থের অপব্যবহার করতে চায় না। এ জন্য কেবল প্রয়োজন দেশীয় প্রকৌশলীদের আত্মবিশ্বাস ও নৈতিকতা।"

অনুষ্ঠানে আইইবির সভাপতি অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী শামীমুজ্জামান বসুনিয়া ও সাধারণ সম্পদক প্রকৌশলী মিয়া মো: কাইয়ুম এবং আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের সভাপতি প্রকৌশলী মহসীন আলী ও সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী শরিফুল ইসলাম শরীফ বক্তৃতা করেন।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বুয়েটের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর এমিরিটাস আবদুল মতিন পাটোয়ারীকে তার কর্মময় জীবনে অসামান্য অবদানের জন্য আইইবি স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে এ পদক পরিয়ে দেন।

প্রধানমন্ত্রী ৫০ জন ইঞ্জিনিয়ারের হাতে এ্যাসোসিয়েশন মেম্বার ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স (এএমআইই) ডিগ্রি পদক ও ৪২ জনের হাতে পেশাদার প্রকৌশলীর প্রিঞ্জ পদক প্রদানের ঘোষণা দেন।

আমার দেশ– May 4, 2014

http://www.amardeshonline.com/pages/details/2014/05/04/242902

বিদেশি পরার্মশক নিয়োগ দিয়ে জনগণের অর্থের অপব্যবহার করতে চাই না : প্রধানমন্ত্রী

বাসস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩ মে শনিবার ঢাকার রমনায় ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-এর ৫৫তম কনভেনশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন।-পিআইডি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বড় কোনো প্রকল্প গ্রহণ, প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিদেশি পরামর্শকের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনতে স্থানীয় প্রকৌশলীদের সমর্থন চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সরকারের নেয়া পাবলিক প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি)-কে নিজস্ব সদস্য দ্বারা কয়েকটি পরামর্শক টিম গঠনের পরামর্শ দেন। প্রধানমন্ত্রী গতকাল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ (আইইবি) প্রাঙ্গণে আইইবির ৫৫তম কনভেনশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এ আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, আমাদের অনেক মেধাবী ও যোগ্য জনশক্তি থাকা সত্ত্বেও বিদেশি পরামর্শকরা উন্নয়ন প্রকল্পগুলো থেকে বড় অংকের অর্থ নিয়ে যাচ্ছে। এখন থেকে পাবলিক প্রকল্পগুলোতে যেন স্থানীয় পরার্মশকরা অগ্রাধিকার পায় উল্লেখ করে তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমি আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা চাই। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিদেশি পরার্মশক নিয়োগ দিয়ে আমাদের সরকার আর জনগণের অর্থের অপব্যবহার করতে চায় না। এ জন্য কেবল প্রয়োজন দেশীয় প্রকৌশলীদের আত্মবিশ্বাস ও নৈতিকতা।

অনুষ্ঠানে আইইবির সভাপতি অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী শামীমুজ্জামান বসুনিয়া ও সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী মিয়া মো. কাইয়ুম এবং আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের সভাপতি প্রকৌশলী মহসীন আলী ও সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী

শরিফুল ইসলাম শরীফ বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বুয়েটের সাবেক ভিসি প্রফেসর এমিরিটাস আবদুল মতিন পাটোয়ারীকে তার কর্মময় জীবনে অসামান্য অবদানের জন্য আইইবি স্বর্ণপদক দেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে এ পদক পরিয়ে দেন।
প্রধানমন্ত্রী ৫০ জন ইঞ্জিনিয়ারের হাতে অ্যাসোসিয়েশন মেম্বার ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স (এএমআইই) ডিগ্রি পদক ও ৪২ জনের হাতে পেশাদার প্রকৌশলীর প্রিঞ্জ পদক প্রদানের ঘোষণা দেন। শেখ হাসিনা প্রকৌশলীদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করে বলেন, অন্যের কাছে হাত পেতে দেশের উন্নতি করা যাবে না। এ জন্য নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। এতে আপনাদের সহযোগিতা সবার আগে প্রয়োজন। তিনি বলেন, এ দেশের মাটি ও পানির সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক রয়েছে, বিদেশিদের নেই। কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নে আপনার চেয়ে বিদেশিরা ভালো পরামর্শ দিতে পারবে না। পদ্মা সেতুর কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ সেতু নিয়ে দেশে-বিদেশে অনেক রাজনীতি হয়েছে। আজ আমরাই এ কাজ শুরু করেছি। ইনশাআল্লাহ, আমরা তা পারব। এ জন্যও আপনাদের সহযোগিতা চাই।
বনানী ও মেয়র হানিফ ফ্লাইওভারসহ রাজধানীর একাধিক ফ্লাইওভার ও হাতির ঝিল প্রকল্প বাস্তবায়নে দেশীয় প্রকৌশলীদের অবদানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এসব প্রকল্পে বিদেশিদের সাহায্য লাগেনি। কিন্তু কাজ হয়েছে বিশ্বমানের। শেখ হাসিনা বলেন, আন্তর্জাতিক মানের কাজ করতে প্রয়োজন শুধু আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করুন, তাহলে সফল হবেন। এক্ষেত্রে আমাদের সরকার আপনারাদের সব ধরনের সহযোগিতা দেবে।
তার সরকারের নানামুখী উন্নয়নের কথা উল্লেখ প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিদ্যুত্ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে রাশিয়ান ফেডারেশনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় রুপপুর পারমাণবিক বিদ্যুেকন্দ্র স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। মংলা ও কক্সবাজারে আরও তিনটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুেকন্দ্র নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। বড় পুকুরিয়া বিদ্যুেকন্দ্রের তৃতীয় ফেইজের কাজ শুরু হয়েছে।
২০০৯ সালে বিদ্যুতের উত্পাদন ছিল ৩ হাজার ২০০ মেগাওয়াট। আর এখন বিদ্যুত্ উত্পাদনের সক্ষমতা ১১ হাজার ৭০০ মেগাওয়াট ছাড়িয়ে গেছে। গত ৩০ মার্চ রেকর্ড ৭ হাজার ৫৫৬ মেগাওয়াট বিদ্যুত্ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হয়েছে বলে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তার সরকার বঙ্গপোসাগরে নতুন কূপ খননের কাজ শুরু করেছে। সেখানে গ্যাস ও তেল পাওয়া যাবে বলেও তিনি আশা করছেন। তিনি বলেন, দেশের উন্নয়নের জন্য পটুয়াখালীতে ‘পায়রা’ নামক তৃতীয় সমুদ্র বন্দর চালু করেছে। সেখানে ১৩২০ মেগাওয়াটের বিদ্যুত্ কেন্দ্রও স্থাপন করা হবে। বর্তমান সরকার দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছে বলেই এখন আর খাদ্য আমদানি করতে হচ্ছে না। এতে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় হচ্ছে, ফলে দেশের অর্থনীতির ভিত মজবুত হয়েছে। তিনি বলেন, নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নেও তার সরকার নদী ড্রেজিং করেছে। এতে নদীর যেমন নাব্য বেড়েছে, তেমনি বর্ষায় পানি ধরে রাখা যাবে। নদী দূষণ রোধেও তার সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। সোলার বিদ্যুতের

কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, যেখানে বিদ্যুত্ নেই, সেখানে তার সরকার সোলার বিদ্যুত্ চালুর উদ্যোগ নিয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকৌশলীদের সহযোগিতা প্রয়োজন বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আপনারা এমন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করুন যেন, গ্রাম-বাংলার সাধারণ মানুষ সাশ্রয়ী মূল্যে সোলার বিদ্যুত্ ব্যবহার করতে পারে। শেখ হাসিনা বলেন, দেশের উন্নয়নে যেখানে সেতু করা সম্ভব নয়, সেখানে তার সরকার নদীর নিচ দিয়ে টানেল করার কথা ভাবছে। এ বিষয়ে গবেষণার জন্য ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, গাইবান্ধা-চাঁদপুর নদী পথে টানেল করার কথা ভাবা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী প্রকৌশলীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, রাজধানীর জলাধার রক্ষা করতে হবে। আগামীতে যত প্ল্যান করা হবে সেখানে জলাধার রাখতে হবে। জলাধারে বৃষ্টির পানি ধরে রাখতে হবে। অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্ঘটনা ঘটলে যেন দ্রুত পানি পাওয়া যায়। শেখ হাসিনা প্রকৌশলীদের নতুন নতুন কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের পরার্মশ দিয়ে বলেন, দেশে কৃষি কাজে যন্ত্রপাতির ব্যবহার বেড়েছে। দেশেই যেন যন্ত্রপাতি উত্পাদন করা যায় সে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করুন। মধ্যবিত্ত শ্রেণী যেন সাশ্রয়ী খরচে আবাসন তৈরি করতে পারে প্রকৌশলীদের প্রতি তিনি সে প্রযুক্তিও বের করার আহ্বান জানান। প্রকৌশলীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, স্বল্প খরচে এদেশে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। মনে রাখবেন আপনার উচ্চ শিক্ষার পিছনে দেশের যে অর্থ ব্যয় হয়েছে, তা জনগণের। তাই জনগণের জীবন মানের উন্নয়ন করা আপনাদের দায়িত্ব, তা পালন করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনাদের প্রায় সব চাহিদা আমরা পূরণ করেছি। অন্যগুলোও বিবেচনা করা হবে। কিন্তু দেশের মানুষেরও আপনাদের কাছে কিছু চাওয়ার আছে। সে চাওয়াটা আর কিছু নয়, দেশটাকে দ্রুত উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাওয়া। তিনি বলেন, আমরা টেকসই উন্নয়ন চাই। আমরা এমন কাজ চাই, যাতে সাধারণ মানুষের করের একটি পয়সাও অপচয় না হয়। স্বাধীনতার পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে প্রকৌশলীদের ভূমিকার কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেদিন আপনারা দ্রুততম সময়ে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ অবকাঠামো পুনর্বহাল করেছিলেন। প্রকৌশলীদের দাবি-দাওয়া প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৯৬ সালে তার সরকার প্রকৌশলীদের এই ইনস্টিটিউশনের জন্য ১০ বিঘা জমি দেয়। ঢাকার মতো স্থানে এটি একটি বিরাট ব্যাপার। তিনি বলেন, আইইবি ভবন শুরুর প্রথম পর্যায়ে ৫ কোটি টাকা এবং গত মেয়াদে (২০০৯-১৩) ২য় পর্যায়ে ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের জন্য প্রায় ২৩ কোটি টাকা দেয়া হয়েছে। শেখ হাসিনা বলেন, ১৯৯৭ সালে আওয়ামী লীগ সরকার মেঘনা-গোমতি সেতুর পশ্চিম পাশে ইঞ্জিনিয়ারিং স্টাফ কলেজের জন্য ৭২ বিঘা জমি নামমাত্র মূল্যে দিয়েছে। ২য় পর্যায়ের নির্মাণ কাজের জন্য গত মেয়াদে প্রায় ২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আইইবি প্রাঙ্গণে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিফলক নির্মাণের জন্য এলজিইডির মাধ্যমে ৩ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। পূর্বাচলে আইইবির জন্য ২ বিঘা জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এছাড়া আইইবি খুলনা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রের জন্য জমি বরাদ্দ প্রদান দেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তত্কালীন বিআইটিগুলোর জন্য তার সরকার ৪৭০ কোটি টাকা প্রদান করে, যেগুলো পরবর্তীতে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। তার সরকার ১৯৯৬-০১ মেয়াদে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করের। গত মেয়াদে ৭টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারীরা বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে উঠছে। তিনি বলেন, প্রকৌশলীরা যেসব সংস্থার প্রধান এ ধরনের প্রতিষ্ঠান যেমন পিডব্লিউডি, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, স্থানীয় সরকার ও প্রকৌশল অধিদফতদর, রেলওয়ে, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতর, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ ইত্যাদি দফদরের প্রধানকে গ্রেড-১ পদমর্যাদা দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-নির্ভর সমাজ গড়তে আমাদের সরকার একটি বিজ্ঞানভিত্তিক যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছে। এতে বিজ্ঞান, কারিগরি ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। শেখ হাসিনা বলেন, ২০২১ সালের মধ্যে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ গড়ার লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী কর্মসূচি তার সরকার বাস্তবায়ন করে চলেছে। ‘আইসিটি অ্যাক্ট ২০০৯’ প্রণয়ন করা হয়েছে। গাজীপুরের কালিয়াকৈরে একটি হাইটেক পার্ক স্থাপনের কাজ শুরু হয়েছে। তিনি বলেন, ইতোমধ্যে তার সরকার তৃণমূল পর্যায়ে ইন্টারনেটের ব্যবহার পৌঁছে দিতে সক্ষম হয়েছে। ৪ কোটি ৮০ লাখ মানুষ এখন ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। মোবাইলের ১১ কোটি সিম ব্যবহৃত হচ্ছে। তিনি বলেন, অথচ মোবাইল নিয়ে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের এক মন্ত্রীর একচেটিয়া ব্যবসা ছিল। তখন কল করলেও দশ টাকা, রিসিভ করলেও দশ টাকা দিতে হতো। আমাদের সরকার ক্ষমতায় এসে সেই একচেটিয়া ব্যবসা বন্ধ করে দেয়া হয়। এ কারণে এখন একজনে একাধিক মোবাইল ও একাধিক সিম ব্যবহার করতে পারছে। তিনি বলেন, তার সরকার বৈশ্বিক মন্দার সঙ্গে লড়াই করে দেশের প্রবৃদ্ধিও ৬ এর উপর ধরে রাখতে হয়েছে। বৈশ্বিক মন্দার আঁচ বাংলাদেশে লাগতে দিইনি বলেই আজ আমাদের অর্থনীতি মজবুত ভিতের ওপর দাঁড়িয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২০ বিনিয়র ডলার ছাড়িয়ে গেছে। মাথা পিছু আয় ১০৪৪ ডলার হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (এমডিজি) অর্জনেও আমরা সফলতার পরিচয় দিয়েছি। এমডিজি গোলের ৬টি ধাপেই বাংলাদেশের সাফল্য বা অর্জন সবচেয়ে বেশি। একারণেই বিশ্বে বাংলাদেশকে উন্নয়নের মোডেল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বায়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হলে আমাদের প্রকৌশল শিক্ষাকে বিশ্বমানের করতে হবে। প্রকৌশল পেশা ও শিক্ষাকে যুগোপযোগী এবং এগিয়ে নিতে আমার সরকার সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। আপনারা (প্রকৌশলীরা) আপনাদের মেধা, মনন আর সৃজনশীলতা দিয়ে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে নির্ভয়ে কাজ করুন, সরকার সবসময় আপনাদের পাশে থাকবে। ২০২১ সালের মধ্যে আমরা মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই। এজন্য আমাদের সকলকে কঠোর পরিশ্রম করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন,আসুন, ক্ষুধা, দারিদ্র্য, সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত আধুনিক, গণতান্ত্রিক এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়তে আমরা সবাই একসঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলি।

নয়াদিগন্ত – May 4, 2014

http://www.dailynayadiganta.com/details.php?nayadiganta=MzU4ODE=&s=MTY=

বিদেশী পরামর্শকদের ওপর নির্ভরতা কমানোর আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর

বাসস

৪ মে ২০১৪, রবিবার, ১০:৫৭

ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে গতকাল আইইবির ৫৫তম কনভেনশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা : বাসস

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বড় কোনো প্রকল্প গ্রহণ, প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিদেশী পরামর্শকের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনতে স্থানীয় প্রকৌশলীদের সমর্থন চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সরকারের নেয়া পাবলিক প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশকে (আইইবি) নিজস্ব সদস্য দ্বারা কয়েকটি পরামর্শক টিম গঠনের পরামর্শ দেন।

প্রধানমন্ত্রী গতকাল ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ (আইইবি) প্রাঙ্গণে আইইবির ৫৫তম কনভেনশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ আহ্বান জানান।

শেখ হাসিনা বলেন, 'আমাদের অনেক মেধাবী ও যোগ্য জনশক্তি থাকা সত্ত্বেও বিদেশী পরামর্শকেরা উন্নয়ন প্রকল্পগুলো থেকে বড় অঙ্কের অর্থ নিয়ে যাচ্ছে'। এখন থেকে পাবলিক প্রকল্পগুলোতে যেন স্থানীয় পরার্মশকেরা অগ্রাধিকার পান উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'এ বিষয়ে আমি আপনাদের সর্বাত্মক সহযোগিতা চাই'।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিদেশী পরার্মশক নিয়োগ দিয়ে আমাদের সরকার আর জনগণের অর্থের অপব্যবহার করতে চায় না। এ জন্য কেবল প্রয়োজন দেশীয় প্রকৌশলীদের আত্মবিশ্বাস ও নৈতিকতা'।

অনুষ্ঠানে আইইবির সভাপতি অধ্যাপক ড. প্রকৌশলী শামীমুজ্জামান বসুনিয়া ও সাধারণ সম্পদক প্রকৌশলী মিয়া মো: কাইয়ুম এবং আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের সভাপতি প্রকৌশলী মহসীন আলী ও সাধারণ সম্পাদক প্রকৌশলী শরিফুল ইসলাম শরীফ বক্তৃতা করেন।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিাবিদ ও বুয়েটের সাবেক ভিসি প্রফেসর এমিরিটাস আবদুল মতিন পাটোয়ারীকে তার কর্মময় জীবনে অসামান্য অবদানের জন্য আইইবি স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে এ পদক পরিয়ে দেন।

প্রধানমন্ত্রী ৫০ জন ইঞ্জিনিয়ারের হাতে অ্যাসোসিয়েশন মেম্বার ইনস্টিটিউশন অব ইঞ্জিনিয়ার্স (এএমআইই) ডিগ্রি

পদক ও ৪২ জনের হাতে পেশাদার প্রকৌশলীর প্রিঞ্জ পদক প্রদানের ঘোষণা দেন।
শেখ হাসিনা প্রকৌশলীদের সহযোগিতা প্রত্যাশা করে বলেন, অন্যের কাছে হাত পেতে দেশের উন্নতি করা যাবে না। এ জন্য নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। এতে আপনাদের সহযোগিতা সবার আগে প্রয়োজন।
তিনি বলেন, 'এ দেশের মাটি ও পানির সাথে আপনাদের সম্পর্ক রয়েছে, বিদেশীদের নেই। কোনো প্রকল্প বাস্তবায়নে আপনার চেয়ে বিদেশীরা ভালো পরামর্শ দিতে পারবে না'।
পদ্মা সেতুর কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এ সেতু নিয়ে দেশে-বিদেশে অনেক রাজনীতি হয়েছে। আজ আমরাই এ কাজ শুরু করেছি। ইনশাআল্লাহ, আমরা তা পারব। এ জন্যও আপনাদের সহযোগিতা চাই।
বনানী ও মেয়র হানিফ ফাইওভারসহ রাজধানীর একাধিক ফাইওভার ও হাতিরঝিল প্রকল্প বাস্তবায়নে দেশীয় প্রকৌশলীদের অবদানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এসব প্রকল্পে বিদেশীদের সাহায্য লাগেনি; কিন্তু কাজ হয়েছে বিশ্বমানের।
শেখ হাসিনা বলেন, আন্তর্জাতিকমানের কাজ করতে প্রয়োজন শুধু আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাজ করুন, তাহলে সফল হবেন। এ েেত্র আমাদের সরকার আপনারাদের সব ধরনের সহযোগিতা দেবে।
তার সরকারের নানামুখী উন্নয়নের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণের ল্েয রাশিয়ান ফেডারেশনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। মংলা ও কক্সবাজারে আরো তিনটি কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্রের তৃতীয় ফেইজের কাজ শুরু হয়েছে।
শেখ হাসিনা প্রকৌশলীদের নতুন নতুন কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের পরামর্শ দিয়ে বলেন, দেশে কৃষিকাজে যন্ত্রপাতির ব্যবহার বেড়েছে। দেশেই যেন যন্ত্রপাতি উৎপাদন করা যায় সে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করুন। মধ্যবিত্ত শ্রেণী যেন সাশ্রয়ী খরচে আবাস তৈরি করতে পারে প্রকৌশলীদের প্রতি তিনি সে প্রযুক্তিও বের করার আহ্বান জানান।
প্রকৌশলীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, স্বল্পখরচে এ দেশে উচ্চশিা গ্রহণ করেছেন। মনে রাখবেন আপনার উচ্চশিার পেছনে দেশের যে অর্থ ব্যয় হয়েছে, তা জনগণের। তাই জনগণের জীবনমানের উন্নয়ন করা আপনাদের দায়িত্ব, তা পালন করতে হবে।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, আপনাদের প্রায় সব চাহিদা আমরা পূরণ করেছি। অন্যগুলোও বিবেচনা করা হবে। কিন্তু দেশের মানুষেরও আপনাদের কাছে কিছু চাওয়ার আছে। সে চাওয়াটা আর কিছু নয়, দেশটাকে দ্রুত উন্নয়নের দিকে নিয়ে যাওয়া।
তিনি বলেন, আমরা টেকসই উন্নয়ন চাই। আমরা এমন কাজ চাই, যাতে সাধারণ মানুষের করের একটি পয়সাও অপচয় না হয়।
স্বাধীনতার পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে প্রকৌশলীদের ভূমিকার কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সেদিন আপনারা দ্রুততম সময়ে দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ অবকাঠামো পুনর্বহাল করেছিলেন।

তিনি বলেন, আইইবি প্রাঙ্গণে মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিফলক নির্মাণের জন্য এলজিইডির মাধ্যমে তিন কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। পূর্বাচলে আইইবির জন্য দুই বিঘা জমি বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এ ছাড়া আইইবি খুলনা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রের জন্য জমি বরাদ্দ প্রদান দেয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তৎকালীন বিআইটিগুলোর জন্য তার সরকার ৪৭০ কোটি টাকা প্রদান করে, যেগুলো পরে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। তার সরকার ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে ১২টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। গত মেয়াদে সাতটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারীরা বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ে দ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে উঠছে।

তিনি বলেন, ইতোমধ্যে তার সরকার তৃণমূল পর্যায়ে ইন্টারনেটের ব্যবহার পৌঁছে দিতে সম হয়েছে। চার কোটি ৮০ লাখ মানুষ এখন ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। মোবাইলের ১১ কোটি সিম ব্যবহৃত হচ্ছে।

তিনি বলেন, অথচ মোবাইল নিয়ে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের এক মন্ত্রীর একচেটিয়া ব্যবসা ছিল। তখন কল করলেও ১০ টাকা, রিসিভ করলেও ১০ টাকা দিতে হতো। আমাদের সরকার মতায় এসে সেই একচেটিয়া ব্যবসা বন্ধ করে দেয়া হয়। এ কারণে এখন একজনে একাধিক মোবাইল ও একাধিক সিম ব্যবহার করতে পারছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বায়নের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে আমাদের প্রকৌশল শিাকে বিশ্বমানের করতে হবে। প্রকৌশল পেশা ও শিাকে যুগোপযোগী এবং এগিয়ে নিতে আমার সরকার সব ধরনের সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। আপনারা (প্রকৌশলীরা) আপনাদের মেধা, মনন আর সৃজনশীলতা দিয়ে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে নির্ভয়ে কাজ করুন, সরকার সবসময় আপনাদের পাশে থাকবে।

bdnews@banglanews- May 03, 2014

http://bdin.blogspot.com/2014/05/blog-post_617.html

বিদেশি পরামর্শকদের ওপর নির্ভরতা কমানোর আহ্বান হাসিনার

Written By Kutubi Coxsbazar on Saturday, May 3, 2014 | 6:56 AM

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বড় কোনো প্রকল্প গ্রহণ, প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে বিদেশি পরামর্শকদের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে আনতে সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি স্থানীয় প্রকৌশলীদের সমর্থন চেয়েছেন। একই সঙ্গে তিনি সরকারের নেওয়া পাবলিক প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশকে (আইইবি) নিজস্ব সদস্য দ্বারা কয়েকটি পরামর্শক দল গঠনের পরামর্শ দেন। প্রধানমন্ত্রী আজ শনিবার আইইবি প্রাঙ্গণে আইইবির ৫৫তম কনভেনশনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে এ আহ্বান জানান। খবর বাসসের।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'আমাদের অনেক মেধাবী ও যোগ্য জনশক্তি থাকা সত্ত্বেও বিদেশি পরামর্শকেরা উন্নয়ন প্রকল্পগুলো থেকে বড় অঙ্কের অর্থ নিয়ে যাচ্ছে।' এখন থেকে পাবলিক প্রকল্পগুলোতে যেন স্থানীয় পরামর্শকেরা অগ্রাধিকার পান, সেটি নিশ্চিত করার ব্যাপারে তিনি প্রকৌশলীদের সর্বাত্মক সহযোগিতা চান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বিদেশি পরামর্শক নিয়োগ দিয়ে আমাদের সরকার আর জনগণের অর্থের অপব্যবহার করতে চায় না। এ জন্য কেবল প্রয়োজন দেশীয় প্রকৌশলীদের আত্মবিশ্বাস ও নৈতিকতা।'

অনুষ্ঠানে আইইবির সভাপতি অধ্যাপক শামীমুজ্জামান বসুনিয়া ও সাধারণ সম্পাদক মিয়া মো. কাইয়ুম এবং আইইবি, ঢাকা কেন্দ্রের সভাপতি মহসীন আলী ও সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম শরীফ বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) সাবেক উপাচার্য ইমেরিটাস অধ্যাপক আবদুল মতিন পাটোয়ারীকে তাঁর কর্মময় জীবনে অসামান্য অবদানের জন্য আইইবি স্বর্ণপদক দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে এ পদক পরিয়ে দেন।

Bangladesh Shangbad Shangstha - DHAKA, May 4, 2014
http://www.bssnews.net/newsDetails.php?cat=0&id=407188&date=2014-04-09

PM calls for lessening dependence on foreign consultants

DHAKA, May 4, 2014 (BSS)-Prime Minister Sheikh Hasina yesterday sought support of the local engineers to lessen dependence on foreign consultants while preparing and executing development projects particularly big ones.

In this regard, she urged Engineers Institute of Bangladesh (IEB) to constitute some teams with their members to provide consultancy services to the government in taking and implementing public sector projects.

Inaugurating the 55th Convention of IEB (IEB) here yesterday, the Prime Minister said, "You're the sons of this soil. Huge public money was spent for you to be engineer. Now it's your turn to pay off."
"Foreign consultants are taking away a large amount of resources of the development projects despite we have a brilliant and competent manpower," she said.
Local consultants, from now, would get priority in the consultancy services in public sector projects, she said, adding, "I want your wholehearted support in this regard."
She added: "We no more want to misuse any public money for hiring foreign consultants. You need only self-confidence and sense of self-dignity for this."

President of IEB Shamimuzzaman Basunia, honourary general secretary of IEB Mia Mohammad Quiyum and chairman of IEB Dhaka centre Mohsin Ali and secretary Shariful Islam Sharif also spoke on the occasion.

Renowned educationist former vice chancellor of BUET Professor Emeritus Abdul Matin Patwari was given IEB Gold Medal for his outstanding contribution to the society.

The Prime Minister conferred AMIEB degree on 50 engineers and distributed certificate of professional engineer to 42 engineers on the occasion.

Prime Minister Sheikh Hasina said, foreigners could play 'political game' with Padma Bridge Project due to our dependence on them. "They fell back as we decided to build the bridge with our own resources," she said.

Sheikh Hasina said, our experts have already shown their expertise while implementing a number of projects including flyovers and by- pass roads and Hatirjheel project.

"Bangladesh is doing better than other countries in fighting poverty, power production, stabilizing economy amid global recession and achieving the Millennium Development Goals (MDGs). So the country is able to move forward its development," she said.

Sheikh Hasina urged the engineers to invigorate their research activities to find out the ways for highest exploitation of marine resources, efficient and cost effective tapping of solar energy, building low cost housing for poor, rain water harvesting, improving the navigation of the rivers and mechanization of

agriculture.

She expressed her utter disappointment for destroying the city's drainage system and ponds while implementing many urban development projects in the capital in the past urging engineers to be careful to this particular areas in future.

Recalling the contribution of country's some brilliant engineers to flourish the engineering studies and profession in the country, the Prime Minister said, engineers are the main architects of country's development and production activities. "The country will quickly proceed to development depending on their sincerity and competence," she said.

Pointing out the steps taken by her government for development of the IEB and its members, Sheikh Hasina said, "I will only expect that you will always keep our support in mind and devote you for the nation\'s progress."

The Prime Minister said, her government taking office in 1996, had allocated Taka 47 crore for the BITs (Bangladesh Institute of Technologies). The amount was later spent for upgrading the institutes into universities.

The then Awami League government framed laws for establishment of 12 new science and technology universities and out of those the government has established seven universities during its last tenure.

Sheikh Hasina said, the government is always careful about the legitimate demands of the engineers. The post of the heads of PWD, R&H, LGRD, railway and PHED and Rajuk has been upgraded to class-one officer without any demand from the engineers, she said.

The Prime Minister said, her government has formulated a time befitting education policy to build a science and technology based education. A total of 4,551 Union Information and Service Centre (UISC) were set up across the country facilitating people to have internet technology in their hand.

Around 4.78 crore people of Bangladesh now have access to internet while they use over 11 crore SIM card, she said, adding, people of Bangladesh is far ahead in using technology comparing to other countries with same socio-economic condition.

Laying importance on putting place a world-class engineering education, she

said, the government would extend all cooperation for advancement of the engineering education.

Financial Express – May 4, 2014

http://www.thefinancialexpress-bd.com/2014/05/03/32002

PM calls for lessening dependence on foreign consultants

Prime Minister Sheikh Hasina on Saturday sought support of the local engineers to lessen dependence on foreign consultants while preparing and executing development projects particularly big ones. In this regard, she urged Engineers Institute of Bangladesh (IEB) to constitute some teams with their members to provide consultancy services to the government in taking and implementing public sector projects. Inaugurating the 55th Convention of IEB (IEB) in the city today, the Prime Minister said "Foreign consultants are taking away a large amount of resources of the development projects despite we have a brilliant and competent manpower." Local consultants, from now, would get priority in the consultancy services in public sector projects, she added. President of IEB Shamimuzzaman Basunia, honourary general secretary of IEB Mia Mohammad Quiyum and chairman of IEB Dhaka centre Mohsin Ali and secretary Shariful Islam Sharif also spoke on the occasion. Renowned educationist former vice chancellor of BUET Professor Emeritus Abdul Matin Patwari was given IEB Gold Medal for his outstanding contribution to the society. The Prime Minister conferred AMIEB degree on 50 engineers and distributed certificate of professional engineer to 42 engineers on the occasion, according to BSS.